জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)
বিটিএমসি ভবন, (৯ম তলা),৭-৯ কারওয়ান বাজার ঢাকা-১২১৫।
ফোনঃ চেয়ারম্যান- ৫৫০১৩৭১৩, সার্বক্ষণিক সদস্য-৫৫০১৩৭১৫, সচিব- ৫৫০১৩৭১৭
ই-মেইল info@nhrc.org.bd ওয়েব :www.nhrc.org.bd

স্মারক নং: এনএইচআরসিবি/অভিযোগ/*Suomoto*/৫১/১৯-৪০২৯ তারিখ: ৩০/১০/২০১৯

বিষয়: বিদেশে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণ সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্ত।

২৮ অক্টোবর ২০১৯ 'প্রথম আলো' পত্রিকায় 'বিদেশে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে, ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলায় এক নারীকে (২৬) চার দিন আটকে রেখে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে ওই নারী ঈশ্বরগঞ্জ থানায় একটি মামলা করেছেন। মামলার আসামিরা হলেন সুফিয়া বেগম (৬০) ও শহীদুল্লাহ (৩৮)। তাঁরা একই উপজেলার বাসিন্দা।

প্রকাশিত সংবাদে আরো উল্লেখ করা হয় যে, ভিকটিমের স্বামী কাজের সুবাদে সুনামগঞ্জে থাকেন। পরিবারের সচ্ছলতা ফেরানোর জন্য ওই নারী সম্প্রতি প্রাইভেট কার চালানো শিখছেন। এ দেখে সুফিয়া বেগম তাঁকে বিদেশে পাঠানোর আশ্বাস দেন। এ সময় সুফিয়া ওই নারীকে জানান, বিদেশ যেতে হলে পাসপোর্ট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স লাগবে। এ জন্য দুই লাখ টাকা লাগবে। পরে ওই নারী সুফিয়াকে ১ লাখ ৬০ হাজার টাকায় রাজি করান। টাকা নেওয়ার পর ড্রাইভিং লাইসেন্স ও পাসপোর্টে নেওয়ার জন্য ওই নারীকে ২০ অক্টোবর সুফিয়া তাঁর বাড়িতে যেতে বলেন। নির্ধারিত দিনে ওই নারী সুফিয়ার বাড়ি যান। এ সময় সুফিয়া তাঁর আত্মীয় শহীদুল্লাহর কাছে ওই নারীকে নিয়ে যান। শহীদুল্লাহ ওই নারীকে পাসপোর্ট ও লাইসেন্স দেওয়ার কথা বলে একটি গাড়িতে তুলে অপরিচিত জায়গায় নিয়ে একটি ঘরে আটকে রাখেন। ওই ঘরেই চার দিন আটকে রেখে শহীদুল্লাহ ওই নারীকে ধর্ষণ করেন। ওই নারী আরও বলেন, দিনের পর দিন ধর্ষণের শিকার হয়ে তিনি আহাজারি করতেন। একপর্যায়ে শহীদুল্লাহ গত বৃহস্পতিবার ভোরে তাঁকে ঈশ্বরগঞ্জের একটি এলাকায় ফেলে যান। সেখান থেকে তিনি বাড়িতে ফেরেন। ভিকটিম গত চার দিন বাড়িতে না থাকার বিশ্বাসযোগ্য উত্তর দিতে না পারায় স্বামী তাঁকে মৌখিকভাবে তালাক দিয়েছেন মর্মে সংবাদে উল্লেখ করা হয়।

০২। অভিযোগের বিষয়ে আগামী ২৮/১১/২০১৯ তারিখের মধ্যে গৃহীত ব্যবস্থার অগ্রগতি সম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করার জন্য আদিষ্ট হয়ে তাঁকে অনুরোধ করা হল। এই সঙ্গে পত্রিকার ছায়ালিপি প্রেরণ করা হল।

সংযুক্ত: পাতা।

৩০/১০/১৯

(আল-মাহমুদ ফায়জুল কবীর)
পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)
(জেলা ও দায়রা জজ)
ফোনঃ ৫৫০১৩৭১৮(দপ্তর)

জেলা প্রশাসক
ময়মনসিংহ